[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

দুদকের মামলায় গুলশান থানার ওসি মেহেরপুরের ফিরোজ কবির ও তার স্ত্রীর সাজা

বেতনের চেয়ে বহুগুণ বেশি অর্থের সন্ধান মিলেছিল ব্যাংকে, সেই অর্থের বৈধ কোনো উৎস না মেলায় রাজধানীর গুলশান থানার সাবেক ওসি ফিরোজ কবির ও তার স্ত্রীকে যেতে হচ্ছে জেলে।

ফিরোজ কবির মেহেরপুর সদর উপজেলার সিংহাটি পশ্চিমপাড়ার ওলি মোহাম্মদের ছেলে। তার অপর ভাই আজিজুল ইসলাম বারাদী বাজারের একজন সার ব্যবসায়ী।

দুদকের দায়ের করা মামলার রায়ে ফিরোজ কবিরকে ৬ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং তার স্ত্রী সাবরিনা আহমেদ ইভাকে ৪ বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত।

ঢাকার ৯ নম্বর বিশেষ জজ আদালতের বিচারক শেখ হাফিজুর রহমান আজ বুধবার আসামিদের উপস্থিতিতে এ রায় ঘোষণা করেন। রায়ের পর ওই দম্পতিকে সাজা পরোয়ানা দিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়।

ফিরোজ কবিরকে কারাদণ্ডের পাশাপাশি অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দ্বিগুণ, অর্থাৎ এক কোটি ৭৪ লাখ ৩৪ হাজার ৩৮৮ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে ঘোষিত আয়ের বাইরে যে ৮৭ লাখ ১৭ হাজার ১৯৪ টাকা তার অ্যাকাউন্টে পাওয়া গেছে, তা রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।
রায়ের দিন থেকে ৬০ কার্যদিবসের মধ্যে ফিরোজ কবিরকে ওই অর্থদণ্ডের টাকা পরিশোধ করতে হবে। তা দিতে না পারলে দণ্ডবিধির ৩৮৬ ধারা অনুযায়ী তা আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান এ আদালতের বেঞ্চ সহকারী সাইফুল ইসলাম।

দুদকের সহকারী পরিচালক সৈয়দ আতাউল কবির ২০১৭ সালের ৩ অক্টোবর গুলশান থানায় ওই দম্পতির বিরুদ্ধে মামলা করেন। মামলাটি তদন্তের পর ২০১৯ সালে অভিযোগপত্র জমা পড়ে।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ২০১৬ সালের ৩১ মে র্পযন্ত সময়ে এবি ব্যাংক, ডাচ বাংলা ব্যাংক, এনআরবি

কর্মাশিয়াল ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক এবং ব্র্যাক ব্যাংকে ফিরোজ কবিরের নামে এবং ডাচ বাংলা ব্যাংকে তার স্ত্রী সাবরিনা আহমেদ ইভার অ্যাকাউন্টে মোট ৩ কোটি ৯ লাখ টাকা জমা করেন।
রায়ে বলা হয়, অধিকাংশ হিসাব খোলার সময় ফিরোজ কবির অর্থের উৎস চাকরি দেখিয়েছেন। কিন্তু যে ধরনের ও যে অংকের লেনদেন হয়েছে, তা তার বেতন-ভাতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অর্থের উৎস সম্পর্কে কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা বা প্রমাণও তারা দাখিল করতে পারেননি।

“এতে প্রমাণিত হয় যে, জমাকৃত উক্ত অর্থ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে দুর্নীতি ও ঘুষ সংক্রান্ত সম্পৃক্ত অপরাধলব্ধ।”

গাংনীতে ফেসবুকের ফেক আইডির বিরুদ্ধে অভিযোগ

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ফেক আইডি তৈরি করে এনটিভির সাংবাদিক রেজ আন উল বাসার তাপসকে নিয়ে কুরুচিকর ও বিভ্রান্তিমূলক প্রচার করায় অপরাধ বার্তা নামের একটি আইডির বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

গতকাল রাতে গাংনী থানায় বাদী রেজ আন উল বাসার তাপস স্বশরিরে হাজির হয়ে এ অভিযোগ দাখিল করেন।
বাদীর অভিযোগ, গত ৭ জুলাই দিবা গত রাত্র ১২.১৮ মিনিট এর সময় অজ্ঞাত নামা ৪/৫ জন আসামীরা ‘অপরাধ বার্তা’ নামক ফেসবুক আইডির মাধ্যমে তথ্য ও প্রযুক্তি অনলাইন ব্যবহার করে আমার ফেসবুক প্রোফাইল আইডির ছবি আমার অনুমতি বিহীন সংগ্রহ করিয়া লেখালেখি করিয়া বলে যে, “এনটিভির” মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি মোহাঃ রেজ-আন-উল-বাসার তাপস এর গাঁজা সেবন। এমন আরো ভিডিও পেতে আমাদের সাথেই থাকুন বলিয়া অজ্ঞাতনামা ৪/৫ জন আসামীরা তাহাদের সঠিক পরিচয় গোপন করিয়া এহেন অন্যায় কর্মকান্ড করিয়া আমাকে সমাজের চোখে হেও প্রতিপন্নসহ আমার মান সম্মানের ক্ষতি করেছেন।

এমনকি অজ্ঞাতনামা ৪/৫ জন আসামীরা ঘটনার তারিখ ও সময়ে তাহাদের ফেইক ফেসবুক আইডির অনলাইন ব্যবহার করিয়া রাত্র অনুমান ৯.৪৯

মিনিটের সময় আমার কন্ঠ সুপার এডিট করিয়া অপপ্রচার করেন যে, পুলিশের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাকে” এনটিভির মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি মোহাঃ রেজ-আন-উল-বাসার তাপসের অশালীন ভাষায় গালী “এহেন মিথ্যা জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়া সমাজের চোখে আমাকে হেও প্রতিপন্ন করিয়া আমার অনুমতি বিহীন উপরোক্ত কর্মকান্ড করিয়া অজ্ঞাতনামা ৪/৫ জন আসামীরা আমার কোটি টাকার উর্দ্ধে মান সম্মান হানী করিয়াছে। উপরোক্ত ঘটনার কারনে আমার পদ- পদবীসহ সমাজের মানুষের চোখে আমার প্রতি বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে এবং মান সম্মানের হানি ঘটেছে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, এনটিভির সাংবাদিক রেজ আন উল বাসার তাপসের লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরে চোখ রাঙাচ্ছে ডেঙ্গু

সরকারিভাবে প্রচার প্রচারনা না থাকায় মেহেরপুর জেলায় বাড়ছে ডেঙ্গু আশংকা। জেলায় এ বছর এই পর্যন্ত সরকারিভাবে মোট নয় জন ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে ৫ জন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। আর ৪ জন বিভিন্ন ক্লিনিকে চিকিৎসা নিয়েছেন। বর্তমানে সবাই সুস্থ্য হয়েছেন। যারা ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হচ্ছেন তাদের অধিকাংশই প্রাইভেট চিকিৎসকদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে বাড়িতেই চিকিৎসা নিচ্ছেন।

ক্ষেত্রবিশেষে অতিথি চিকিৎসকরা চেম্বার থেকেই রোগীকে অন্যান্য চিকিৎসাকেন্দ্রে রেফার্ড করে দেন, ফলে মেহেরপুরে প্রকৃত ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা কত এর সঠিক তথ্য জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের কাছে নেই।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. জমির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তার জানিয়েছেন ডেঙ্গু পরিস্থিতি মোকাবেলায় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে পর্যাপ্ত প্রস্তুতি আছে।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. জমির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তার বলেন,’ সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে একটি ডেঙ্গু কর্নার ও ৫ শয্যা বিশিষ্ট একটি ডেঙ্গু ওয়ার্ড খোলা হয়েছে। প্রয়োজনে ডেঙ্গু ওয়ার্ডে শয্যা সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে। হাসপাতালে যেকোনো জ্বরের রোগী আসলেই তাদের আগে ডেঙ্গু কর্ণারে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে। পরে জরুরি বিভাগ ও অন্যান্য বিভাগে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হচ্ছে।

বর্তমানে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের আই সি ইউ তে তুষার নামের একজন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসাধীন আছেন। ১০ জুলাই একজন রোগী সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। এর বাইরে মেহেরপুরের তাহের ক্লিনিকে একজন চিকিৎসাধীন আছেন। অন্যরা নিজ বাড়িতে চিকিৎসাধীন থেকে সুস্থ হয়েছেন। তিনি বলেন, বর্তমানে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ডেঙ্গুর সকল পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে সরকারি হাসপাতালে এখন থেকে বিনামূল্যে ডেঙ্গুর পরীক্ষা করা হবে। তবে প্রজ্ঞাপনজারির পর থেকে এই সুবিধাটি কার্যকর করা হবে।’

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ডেঙ্গু কর্নারে দায়িত্বরত চিকিৎসক ডা. তাসমেরী খাইরুন নাহার বলেন, ‘জ্বর হলেই ব্যথার ওষুধ খাওয়া যাবেনা কারণ ডেঙ্গুতে ব্যথার ওষুধ দেয়া যায় না। তাই আমার পরামর্শ জ্বর হলেই আপনারা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দেখান অথবা মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য চলে আসুন, এখানে সুচিকিৎসার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আছে।’

সিভিল সার্জন মেহেরপুর জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকী বলেন,’এখন পর্যন্ত জেলার ডেঙ্গু পরিস্থিতি সামগ্রিকভাবে ভালো। মেহেরপুর জেলাতে এ বছর এখন পর্যন্ত মোট নয়জন ডেঙ্গু রোগী সনাক্ত হয়েছেন, তারা সকলেই সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। বর্তমানে একজন রোগী সদর হাসপাতালের আইসিইউ এ ভর্তি আছেন। সার্বিক ভাবে জেলার ডেঙ্গু পরিস্থিতি সন্তোষ জনক বলে জানান তিনি।’

গাংনীতে আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় সাংবাদিক কন্যা স্নেহার ১ম স্থান অর্জন

মেহেরপুরের গাংনীতে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতায় কবিতা আবৃত্তিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে বি আর লাইসিয়াস স্কুল এন্ড কলেজের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী নুরে জান্নাত স্নেহা। স্নেহা গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান পাভেলের কন্যা।

আজ বুধবার সকাল ১০ টায় গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে আয়োজিত জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতায় উপজেলার বিভিন্ন স্কুল কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত হয়ে এ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

প্রতিযোগিতায় খ বিভাগ থেকে অংশগ্রহণ করে স্নেহা। উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে আসা অসংখ্য আবৃত্তি প্রতিযোগীদের মধ্যে স্নেহা প্রথম স্থান অর্জন করে।

প্রতিযোগিতায় বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নাসির উদ্দিন, গাংনী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পারভেজ সাজ্জাদ রাজা এবং আল মাসুম।

এছাড়াও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু প্রতিযোগীতার স্থান পরিদর্শন করেন এবং দিকনির্দেশনা মূলক বক্তব্য রাখেন।

উপজেলা পর্যায়ে বিজিত প্রতিযোগীরা পরবর্তীতে জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিশু পুরস্কার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে।

গাংনীতে হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশনের দাবীতে অবস্থান কর্মসূচী

মেহেরপুরের গাংনীতে স্বাস্থ্য উন্নয়নে হেলথ প্রমোশন ফাউন্ডেশনের দাবীতে অবস্থান কর্মসূচী ও প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্বারকলীপি প্রদান করা হয়েছে। বুধবার (১২ জুলাই) বেলা ১১ টায় গাংনী উপজেলা পরিষদের সামনে এ কর্মসূচী পালিত হয়।

আশ্রয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থা ও শানঘাট পল্লী উন্নয়ন সংস্থা আয়োজিত অবস্থান কর্মসূচীতে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠন বর্তমান সরকারের একটি প্রতিশ্রুতি ও শ্লোগানের বাস্তবিক রূপ দেওয়ার জন্য অবস্থান কর্মসুচী পালন করা হয়।

দেশের সকল নাগরিকের জন্য সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা জরুরী দাবী জানিয়ে বক্তব্য রাখেন, আশ্রয় সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক তৌহিদ উদ দৌলা রেজা, শানঘাট পল্লী উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহিবুল আলম, স্বদেশ সীড এর ব্যবস্থপনা পরিচালক মাজেদুল হক মানিক, গাংনী গণিত পরিবারের সভাপতি সাইফ হাসান কৌশিক, সাংবাদিক সাহাজুল ইসলাম সাজু,মীর শামিম প্রমূখ।

অবস্থান কর্মসূচী শেষে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্বারকলীপি প্রদান করা হয়।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৪

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে ৪ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জি আর মামলা ১ ও নিয়মিত মামলার ২ এবং মাদক মামলার ১ আসামি রয়েছে।

মঙ্গলবার দিবাগত রাতে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম এই গ্রেফতার অভিযানে অংশ নেন।
আজ বুধবার (১২ জুলাই) সকাল ১০ টার দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা করা হয়েছে।

চিকিৎসা অবহেলার এক রোগীর মৃত্যুর অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার শালদাহ গ্রামে খাবারে বিষক্রিয়ায় একই পরিবারের পাঁচ জন অসুস্থ হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মোমিনুল ইসলাম
(৬০) নামের এক বৃদ্ধের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সন্ধা ৭ টার দিকে তার মৃত্যু হয়। নিহত মোমিনুল ইসলামের পরিবার থেকে খাবারে বিষক্রিয়া ও চিকিৎসার অবহেলায় মৃত্যু হয়েছে এমন দাবী করলেও চিকিৎসক বলছেন স্ট্রোক হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে।

বিষক্রিয়া অসুস্থরা হলেন, মৃত মোমিনুল ইসলামের স্ত্রী সাহেরা বেগম(৫৫) ছেলে শামিম রেজা সুমন(৩৫), সুমনের স্ত্রী মমতাজ(৩০) ও ছেলে গালিব (৬)।

শামীম রেজা সুমন বলেন, গতকাল সোমবার রাত ১০ টার সময় পরিবারের সকলে মাছ ও মাংস দিয়ে ভাত খাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়ি। ভোর খেকে বাড়ির সকলের পাতলা পায়খানা শুরু হলে আজ মঙ্গলবার সকালে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সকলে ভর্তি হই। আমি, আমার মা, স্ত্রী ও সন্তান কিছুটা সুস্থতা বোধ করলেও আমার বাবার অবস্থা ধীরে ধীরে অবনতি হয়। আমি অসুস্থ অবস্থায় ডিউটিতে থাকা ডাক্তারের কাছে বার বার বিষয়টি জানালেও ডাক্তার আমার বাবার বিষয়টি গুরুত্ব দেয়নি। সন্ধা সাড়ে ৭ টার সময় আমার বাবার মৃত্যু হয়। চিকিৎসায় অবহেলায় মৃত্যু হয়েছে বলেও দাবী করেন তিনি।

হাসপাতালের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক সামসুজ্জোহা বলেন, একই পরিবারের ৫জন খাদ্য বিষক্রিয়াজনীত কারনে ভর্তি হলেও বৃদ্ধ মোমিনুল ইসলামের মৃত্যু হয় স্ট্রোক জনীত কারনে।

গাংনী উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন বলেন,মোমিনুল ইসলাম আমার খুবই নিকট আত্নীয়। গতরাতে খাবার খেয়ে সকলে অসুস্থ অবস্থায় গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হলে আমি তাদের দেখতে যায়।তারা সকলেই সুস্থ ছিলো। দুপুরের পর মোমিনুল ইসলামের অবস্থা অবনতি হলে আমি ডাক্তারের সাথে কথা বলি। তারা আমার কথায় গুরুত্ব দেননি। চিকিৎসায় অবহেলার কারনে মোমিনুল ইসলামের মৃত্যু হয়েছে। তিনি আরও বলেন ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেব।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার(আরএমও) বলেন, মৃত ব্যক্তি মমিনুল ইসলামের অনেক বয়স হয়েছে যে কারণে তিনি অনেকটা নার্ভাস হয়ে পড়েন। পরে তিনি স্ট্রোক হয়ে মারা গেছেন। চিকিৎসকের অবহেলার বিষয়টি নিয়ে তিনি বলেন চিকিৎসকের অবহেলা আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হবে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আবদুর রাজ্জাক বলেন, এবিষয়ে আমি এখন পর্যন্ত অবগত নই, অভিযোগ পেলে বিষয়টি খতিয়ে দেখে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনীতে এককালিন সরকারি আর্থিক সহায়তার চেক বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে সমাজ সেবা অধিদপ্তরের সামাজিক নিরাপত্তার কর্মসুচীর আওতায় ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোক, প্যারালাইজড, থেলাসেমিয়া ও জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের মাঝে এককালীন সরকারি অনুদানের চেক বিতরণ করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে গাংনী উপজেলা সভাকক্ষে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা সমাজ সেবা অধিদপ্তর চেক বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাজিয়া সিদ্দিকা সেতুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান মেহমান ছিলেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সমাজ সেবা অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক কাজি কাদের মোহাম্দ ফজরে রাব্বী।

উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা মোঃ আরশাদ আলীর সঞ্চালিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন,উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা,আহাম্মেদ,রাইপুর ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন সেপু,সাহারবাটি ইউপি চেয়ারম্যান মশিউর রহমান,কাজিপুর ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ আলম হুসাইন,ধানখোলা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক,বামুন্দি ইউপি চেয়ারম্যান ওবাইদুর রহমান কমল,ষোলটাকা ইউপি চেয়ারম্যান আনোয়ার পাশা, মটমুড়া ইউপি চেয়ারম্যান সোহেল আহামেদ প্রমুখ। গাংনীর বিভিন্ন গ্রামের মানুষের আবেদনের ভিত্তিতে যাচাই বাছাই পূর্বক ক্যানসার ও কিডনি-৩৪,ভিক্ষুক পূর্নবাসন-২০জন মোট ৫৪ জনের মাঝে সরকারি এ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

মেহেরপুরে সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়াতে অবদান রাখা ২৫ জন সংবর্ধিত

অরণি চিলড্রেন্স থিয়েটারের উদ্যোগে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমীতে ‘শিশুর জন্য নিরাপদ মাতৃভূমি গড়ার প্রত্যয়’ এই স্লোগান সামনে নিয়ে শিশু-কিশোরদের সাংস্কৃতি চর্চায় অনুপ্রাণিত করতে শিশু-কিশোর সঙ্গীত শিল্পীদের নিয়ে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক ও শুভেচ্ছা সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমির মিলনায়তনে শিশু কিশোর সংগীত শিল্পীদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর কৃতি সংস্কৃতিক শিল্পী ও

ক্রীড়াঙ্গনে অবদান রাখা শিশু-কিশোরদের হাতে সম্মাননা স্মারক হাতে তুলে দেয়া হয়।

সাংস্কৃতিক ও শুভেচ্ছা সন্ধ্যায় মেহেরপুর জেলা থেকে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে সংস্কৃতি ও ক্রীড়াতে পুরস্কারপ্রাপ্ত ৭ জনসহ মোট ২৫ জন শিল্পীর হাতে সম্মাননা স্মারক ও ক্রেস্ট তুলে দেওয়া হয়।

অরণি থিয়েটারের সভাপতি নিশান সাবেরের সঞ্চালনা এবং সাধারণ সম্পাদক আতিফ স্বপনের পরিকল্পনা ও পরিচালনায় অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে ছিলেন জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সহ সভাপতি আলী রেজা,নুরুল আহমেদ সদস্য সুলতানা রাজিয়া, শাশ্বত, নিপ্পন, মাহবুবুল হক মন্টু প্রমুখ।